সবজির চারা তৈরীর উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি

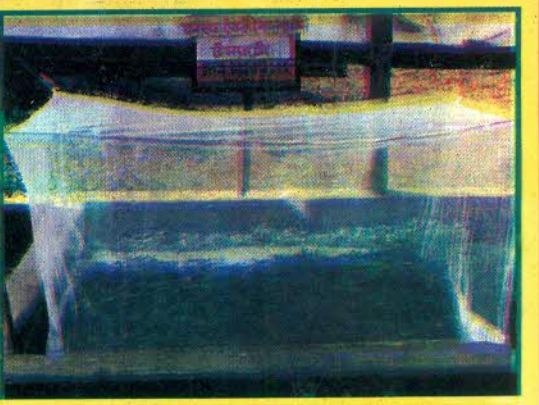

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর

পিনঃ ৭৩৩২১৬ ফোন - ০৩৫২৬ - ২৬৩৬৫৩

বর্তমান যুগের উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন সবজি ও ফুলের উৎকৃষ্ট মানের হাইব্রিড তৈরী হয়েছে এবং সেই সাথে অসময়ে ফসল চাষের প্রচলন বেড়েছে। বিভিন্ন রোগ ও কীট শত্রু সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল উচ্চদামের সবজি বীজের চারা তৈরীর জন্য আজকের দিনে পোরট্রে বা প্লাস্টিকের ট্রে বহুল ব্যবহার হচ্ছে। উন্নত বীজ ও সুস্থ চারা হল অধিক ফলনের চাবিকাঠি।

পলিথিন প্যাকেট

মাটির খুপি

সুস্থচারা

বীজতলা

পলিথিন ট্রে

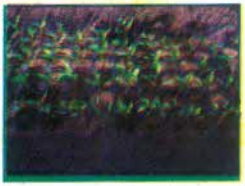

মাটির ট্রে

প্লাস্টিকের ট্রে ঃ-

কালো রং এর প্লাস্টিকের তৈরী ট্রে, যাতে ছোট টবের আকৃতির খোপ থাকে। এই খোপ গুলিকে প্লাগ বা পোর বলে। প্রতিটি প্লাগের তলায় টবের মতই অতিরিক্ত জল নির্গমের জন্য দুটি বা একটি ছিদ্র থাকে। সবজি চাষের জন্য সাধারনত যে ট্রে ব্যবহার করা হয় তাতে ৯৮ টি বা ১০৪ টি খোপ বা প্লাগ থাকে। বর্তমানে বড় আকারের খোপ বিশিষ্ট ট্রে তৈরী হচ্ছে যাতে খোপ-এর সংখ্যা কম। সবজির ধরন অনুযায়ী ট্রে ব্যবহার করা হয়।

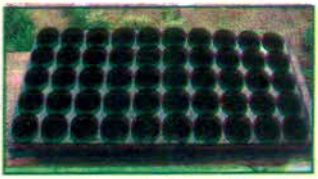

সুবিধাঃ

১) প্রতিটি বীজ একই সময়ে এবং ভালোভাবে অঙ্কুরোদগম হয়।
২) প্রতিটি চারা সমান জায়গা পেয়ে একই অনুপাতে বাড়ে।
৩) প্রতিটি চারায় পুষ্ট ও ভালো শিকড় হয়।
৪) প্রয়োজনে স্থানান্তর করা যায়।
৫) অনেক তাড়াতাড়ি চারা পাওয়া যায়।
৬) অসময়ে ও অতিবর্ষাতে উপযুক্ত প্রযুক্তি।
৭) উচ্চ আয়ের সব্জী চাষের উপযুক্ত প্রযুক্তি।
৮) মূলজমি তৈরী না হলেও চারা বেশী দিন রেখে দেওয়া যায়।
৯) রোগ ও পোকা কম লাগে এবং সহজে নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
১০) নির্দিষ্ট সংখ্যায় চারা পাওয়া যায়।
১১) ট্রে পূনরায় ব্যবহার যোগ্য।

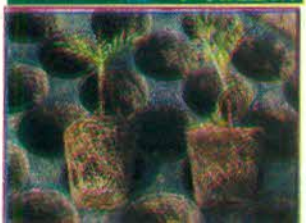

কি কি চারা তৈরী করা যায়

মরশুমি ফুলের চারা, সমস্ত শীতকালিন সবজির চারা। বর্তমানে কুমড়ো গোত্রের সবজিগুলি, পেঁপে, সজনে এবং ফরেস্টের কিছু চারা প্লাগট্রেতে তৈরী করা হয়, যার জন্য অপেক্ষা কৃত বড় আকারের খোপ বিশিষ্ট প্লাগট্রে ব্যবহার করা হয়।

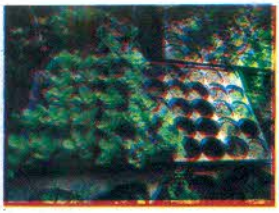
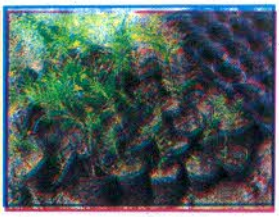
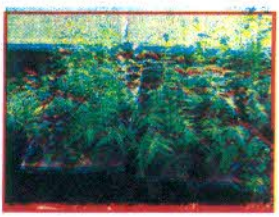

প্লাগট্রের মাটি তৈরী

ট্রেতে সাধারন মাটি ব্যবহার করলে জলসেচে মাটি ভারি হয়ে জমে যাবার ফলে অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধি ভাল হয় না। তাই হালকা এবং জলধারন ও নিস্কাশন ক্ষমতা সম্পন্ন মিডিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধারনত নারকেলের ছোবড়া গুঁড়ো করে জীবানুনাশের পর তৈরী কোকোপিট নামে গ্রোথ মিডিয়াম ব্যবহার করা হয়। যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। চাষিদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে কোকোপিটের বদলে ১ঃ১ অনুপাতে ধানের তুঁষ ও কেঁচোসার মিশিয়ে ভালোভাবে গ্রোথ মিডিয়াম তৈরী করা যায়। ধানের তুষের পরিবর্তে মাঝারি বালি ও কোঁচোসার ১ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে প্লাগট্রের গ্রোথ মিডিয়াম তৈরী করা যাবে। প্রয়োজনে কোঁচোসারের সাথে পরিমান মতন (২০ কেজিতে ১০০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা) জৈব রোগ নাশক মিশানো যেতে পারে। এতে নীরোগ ও পুস্ট সবজি চারা তৈরী করা সম্ভব।

ট্রে-তে চারা তৈরীর পদ্ধতি

* পরিস্কার জলে প্লাগ ট্রে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
* গ্রোথ মিডিয়াম প্লাগ ট্রেতে ভর্তি করে হালকা চাপ দিয়ে রাখতে হবে।
* কাঠির সাহায্যে ভর্তি করা খোপে ১ সেমি. গর্ত করতে হবে।
* একটি গর্তে একটি শোধন করা বীজ বুনতে হবে।
* গ্রোথ মিডিয়াম দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে।
* বোনারপর হালকা জলসেচ দিতে হবে।
* ট্রেগুলি পরপর সাজিয়ে রাখা যায়।
* অঙ্কুরোদগম হলে ট্রেগুলি আলাদা আলাদা পাশাপাশি রাখতে হবে।
* অবস্থা বুঝে হালকা করে জলসেচ দিতে হবে।
* চারার বৃদ্ধির সাথে জলসেচের জলে দ্রবনীয় ১৯ঃ ১৯ঃ ১৯ রাসায়নিক মিশ্রসার ৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ৫-৭ দিনের ব্যবধানে ঝারি দিয়ে দিতে হবে।

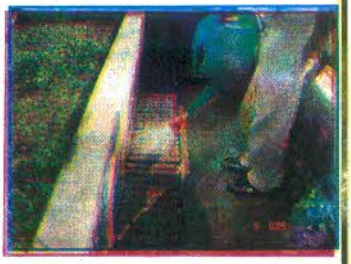

* প্রয়োজন ভিত্তিক অনুখাদ্য স্প্রে করতে হবে।
* পিঁপড়ের আক্রমন ঠেকাতে ক্লোরোপাইরিফস ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে বীজতলার চারধারে স্প্রে করতে হবে।
* রোগের জন্য সপ্তাহে একবার জৈব ছত্রাকনাশক ট্রাইকোডারমা ভিড়িডি (৫গ্রাম/লি) স্প্রে করতে হবে।
* পোকার আক্রমন ঠেকাতে নিমতেল (১৫০০ পি.পি.এম) ২মিলি/লিটার জলে অথবা ইমিডাক্লোরোপিড ৩মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
* সবজির রকম অনুযায়ী ২০-২৫ দিনের ৫-৬ পাতাযুক্ত চারা মুলজমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

ট্রে রাখার পরিকাঠাম

স্বল্প খরচে বাঁশের তৈরী পরিকাঠামোর উপরে পলিশিট ও পাশে কীট প্রতিরোধী নেট লাগিয়ে তার তলায় উচুঁ বেড করে কালো পলিথিন পেতে তার উপর প্লাগট্রে রাখতে হবে। ব্যবসায়িক উদ্যোগে সবজি চারা তৈরীর ব্যাপারটা পুরোটাই এখন আচ্ছাদনের মধ্যে করা হয়। জি. আই পাইপ ও পিলারের সাহায্যে পছন্দমত আয়তনের শেডনেট হাউসের (উপরে ৫০%, ৩৫% সেডনেট ও পাশে কীট প্রতিরোধী নেট) মধ্যে উচুঁবেড তৈরী করা হয় ও তার উপরে পলিশীটের আচ্ছাদন দিয়ে প্লাগট্রে পর পর সাজিয়ে চারা তৈরী করা হয়। এতে মাইক্রো স্প্রিঙ্কলার জলসেচ ব্যবস্থায় জল দেওয়া হয়। একসাথে অনেক চারা তৈরীর কাজ সারা বছর চলে ও নানা অসময়ের সবজি চারা ও উচ্চ আয়ের সবজি চারা উৎপাদন করা যায়। প্লাস্টিকের ট্রেতে ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ, পুস্ট নিরোগ সুস্থ সবল চারা তৈরী করে অধিক ফসল ফলানো এবং সঠিক আয় করা সম্ভব।

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের

(উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) পক্ষে কর্ম সংযোজক

ডঃ বিকাশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

লেখক - **ডঃ বিপ্লব দাস** (উদ্যানবিদ্যা বিভাগ)

প্রকাশ কাল ঃ আগষ্ট, ২০১১